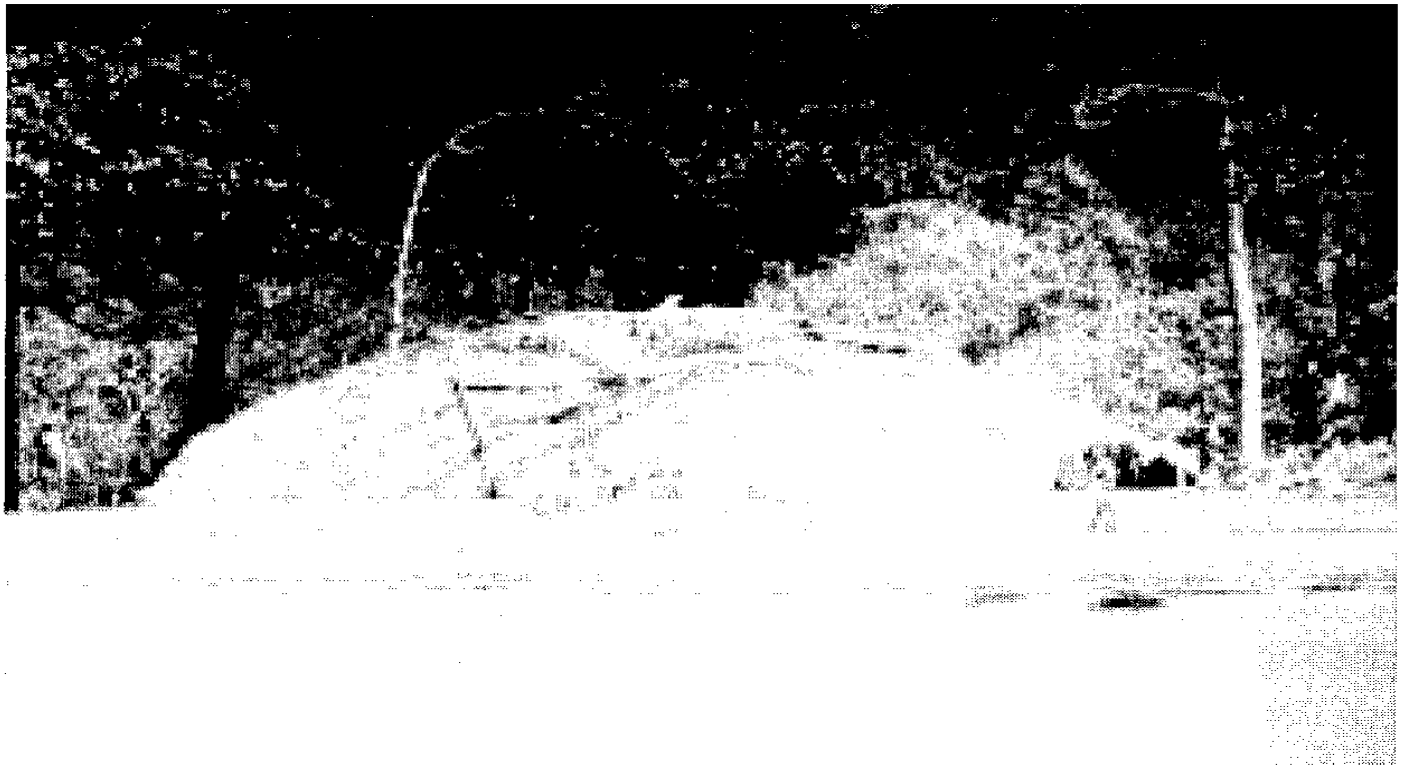

আন্দামান উপজাতিদের ঘর । ছবি : এ এন এস আই-এর সৌজন্যে

আদিবাসী : কিছু জিজ্ঞাসা

ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী

(নৃতাত্ত্বিক ও এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার)

['আদিবাসী ও আধুনিকতা' বারণরেখা আয়োজিত সুকুমারী ভট্টাচার্য স্মারক আলোনায় প্রদত্ত ভাষণ]

'আদিবাসী' বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করতে চাই। যেটা পরবর্তী সময়ে খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার সুযোগ থাকবে। দু-একটা নমুনা হিসেবে বলছি। অধ্যাপক সৌমেন সেন যে সময়ে North Eastern Head University-তে পড়াতেন সেই সময়ে আমি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা "অ্যানথ্রপোলোজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া"-এর একটি অফিস আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, শিলং-এ। সেখানে কিছুকাল ছিলাম। আমি যাবার ঠিক পর পর সালটা সম্ভবত 1988-এর শেষ দিকে অথবা 1989-এর প্রথম দিকে। প্রয়াত পূর্ণ সাংমা— যার নাম সকলেরই জানা। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, লোকসভার স্পিকার ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীও ছিলেন। পূর্ণ সাংমা একবার একটি সভার শেষে আমাদের রাত্রে খাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। উনি সেখানে সভার কথাটা বললেন যে, আমি যখন একবার দিল্লী গিয়েছিলাম সেখানে দিল্লীর অন্য সকল পদস্থ মন্ত্রীর সদস্যরা

আমার একটি বক্তৃতার পর আমাকে এসে সকলে বলছে যে Are you a tribe? I said– Yes what is wrong? No, you are doing well.

উনি বলছেন— As if I am suppose to, not to do well. কারণ আমি তো আদিবাসী। এই একটা Example. দ্বিতীয়, আমি একবার কর্মসূত্রে আন্দামান-নিকোবর যে অঞ্চলটা, সেখানে পোর্টব্লেয়ারে আমাদের একটা অফিস আছে, সেখানে দু বছর কাটিয়েছিলাম। একবার ফিরে যাচ্ছিলাম কোলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারে। সম্ভবত 24শে January। বিমান থেকে নেমেছি, বেরোবো। আন্দামানে ৬টা আদিবাসী গোষ্ঠী আছে খুব ছোট ছোট তাদের সংখ্যা একটা ছাড়া। নিকোবোরিসরা একটু সংখ্যায় বেশি। আর যে ৫টা তারা ছোট ছোট দল। গ্রেট আন্দামানিস, তাদের মধ্যে একটা। এছাড়া জারোয়া, সেন্টিনালিস, সম্পেল ইত্যাদি। গ্রেট আন্দামানিসদের প্রতিনিধিদের দুজনকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের যে অনুষ্ঠান হয়; সেখানে তারা প্রতিনিধিত্ব করবেন আইল্যাণ্ড এবং Tribal Population যারা আছেন তাদের। তো আমি বিমান থেকে নেমে হঠাৎ দেখছি, প্যাণ্ট-শার্ট পরা, বেল্ট বাঁধা, গলায় একটা কিছু ঝোলানো। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরা কোথায় যাচ্ছে? উনি বললেন— দিল্লীতে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করতে। পূর্ণ সাংমা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম খেতে খেতে যে— My dear Chief Minister may I ask you one question.

উনি বললেন, Yes Yes.

I said, The Chief Minister of State is a tribe and Andaman-Nicobar's peoples who is still without dress and sooting fish in the ice-land shore, they are also tribe; as they similar.

ওনার তো খুব ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, Yes Yes I get your point. But what to do. This is the situation you have to accept it.

এইবার আমি যেটা বলছি যে— আদিবাসী ও আধুনিকতা এর অতীতে গিয়ে লাভ নেই। অনেক বর্ণনা আপনারা শুনে থাকবেন। মহাভারতে আগে কি ছিল, পরে কি ছিল এবং এখন কি আছে। সমগ্র ভারতবর্ষে আদিবাসীর যা সংখ্যা, এখন যা জনসংখ্যা roughly তার 8% (আট শতাংশ)। Schedule tribe এবং Tribe। এই দুটো কথাই চালু আছে। আমাদের একজন সমাজতত্ত্বের ছাত্র, South Gujrat University-এর তিনি এখন মারাও গিয়েছেন। অনেক গবেষণার পর চেষ্টা করেছিলেন যে Definitionটা কি হবে Tribe-এর। খুঁজে খুঁজে কোন জায়গার সহজবোধ্য, যুক্তিগ্রাহ্য, সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা তৈরি করতে পারেননি। হয়রান হয়ে গিয়ে বললেন— A Tribe is a Tribe accepted by the Indian Constitution and declared by the President of India. তার মানে আর কোনও ব্যাখ্যায়

তাকে ফেলা যাচ্ছে না। কারণ, আধুনিকতাটা কি দিয়ে বিচার হবে? এর তো ক্ষেত্রটা দেখতে হবে। কোন জায়গা দিয়ে আধুনিকতা আসার কথা। তার শিক্ষা, তার অর্থনীতি, তার রাজনীতি, তার সমাজনীতি, তার সংস্কৃতি, তার ভাষা। তাহলে এতগুলো জায়গার মধ্য দিয়ে আধুনিকতা আনার জায়গা আছে। তার কোনটা দিয়ে কার কাছে কখন পৌঁছচ্ছে সেটাই ভাবার। একটা কথা সাধারণত উঠে থাকে যে— ঐ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তারা এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। আবার যারা ভারতবর্ষের নিচের দিকে যাদের কথা বলা হয়, সেখানে গিয়েও দেখলাম আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কোথাও অর্থনীতির মধ্য দিয়ে সেই ছোঁয়া এসেছে, কোথাও রাজনীতির মধ্য দিয়ে এসেছে, কোথাও সমাজনীতি-সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এসেছে। এগুলো প্রত্যেকটা ধরে ধরে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের আদিবাসীদের যে অবস্থান সেটা যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে— একেবারে উত্তরে গেলে আদিবাসী আমরা খুব একটা পাই না বা একেবারে কম পাই। একেবারে নীচে নেবে এলেও আমরা আদিবাসীর সংখ্যা খুব বেশি পাই না। যা পাই পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চল যে মাঝের পথটা। যাদের নাম উচ্চারণ হয়েছে অনেকবার— মুণ্ডা, গোণ্ড, সাঁওতাল ইত্যাদি। ঐ জায়গাটা হচ্ছে ভারতের সব থেকে ধনী অঞ্চল, যত খনিজ সম্পদ, যত বনাঞ্চল সব কিছু ঐখানে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যেখানে রস আছে সেখানে অর্থের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলবে। যখন সেটা চলবে তখন তার মধ্য দিয়ে অনেকটা আধুনিকতাও পৌঁছে যাবে। তারপরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র। এই যে উত্তর-পূর্ব ভারতের কথা বললাম, এছাড়া অনেকগুলো বর্হিদেশের প্রান্ত অঞ্চল যেমন— বার্মা, বাংলাদেশ, ভূটান, তিব্বত ইত্যাদি। সুতরাং এর মধ্যে একটা রাজনৈতিক দিক আছে, অর্থনীতি আছে, ইতিহাস আছে। আমি শুধু এগুলোর উল্লেখ করলাম পরে এগুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ থাকবে।

অনুলিখন : জয়দীপ পাল

আন্দামান উপজাতিদের নৌকো । ছবি : এ এন এস আই-এর সৌজন্যে